সমকাল

তারিখ 04 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গুলি চালানোর কথা স্বীকার করল ছাত্রলীগ

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) গত ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রশিবিরের হামলা প্রতিরোধ করতেই গুলি চালানো হয়েছিল বলে দাবি করেছেন রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা। গতকাল সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। তাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে গত ২ ফেব্রুয়ারির অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তিনি আরও বলেন, ২ মার্চ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস দ্রুত খুলে দেওয়া, ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সেশনজট নিরসনের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে আগামী গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমানো বা বাতিল করা, আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, '২ ফেব্রুয়ারি শিবিরের ক্যাডাররা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছাত্রলীগের ওপর হামলা চালায়। শিবিরের হামলা প্রতিরোধ করতেই ছাত্রলীগ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। তবে ছাত্রলীগের গুলিতে কোনো সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হয়নি।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিন, কেন্দ্রীয় সদস্য সাইদুল ইসলাম রুবেল, সহসভাপতি ফিরোজ মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, উপ-পাঠাগার সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।

রাবি দ্রুত খোলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় অব্যাহত রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গুলি তদন্তের বিষয় জানাতে রুল

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গত ২ ফেব্রুয়ারি গুলি ছোড়ার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং হামলাকারী অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কি-না- জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের ওপর শুনানি শেষে গতকাল সোমবার এ রুল জারি করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আল আমিন সরকারকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী বিএম ইলিয়াস ও জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি ছোড়ার ঘটনায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকমল হোসেন, নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশী কবিরসহ ১৪ শিক্ষক ও মানবাধিকার কর্মীর পক্ষে আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া রিট আবেদন করেন।